সপ্তদশ অধ্যায়

ব্রহ্মাণ্ডের সর্বদিকে হিরণ্যাক্ষের বিজয়

শ্লোক ১

মৈত্রেয় উবাচ
নিশম্যাত্মভুবা গীতং কারণং শঙ্কয়োজ্ঝিতাঃ ।
ততঃ সর্বে ন্যবর্তন্ত ত্রিদিবায় দিবৌকসঃ ॥ ১ ॥

মৈত্রেয়ঃ—মৈত্রেয় ঋষি; **উবাচ**—বললেন; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **আত্ম-ভুবা**—ব্রহ্মার দ্বারা; **গীতম্**—ব্যাখ্যা; **কারণম্**—কারণ; **শঙ্কয়া**—ভয় থেকে; **উজ্ঝিতাঃ**—মুক্ত; **ততঃ**—তারপর; **সর্বে**—সকলে; **ন্যবর্তন্ত**—প্রত্যাবর্তন করেছিলেন; **ত্রি-দিবায়**—স্বর্গলোকে; **দিব-ওকসঃ**—দেবতাগণ (উচ্চতর লোকের অধিবাসীগণ)।

অনুবাদ

শ্রীমৈত্রেয় বললেন—বিষ্ণুর থেকে জন্ম হয়েছিল যাঁর, সেই ব্রহ্মার কাছ থেকে সেই অন্ধকারের কারণ সম্বন্ধে শ্রবণ করে, স্বর্গলোকবাসী দেবতারা সমস্ত ভয় থেকে মুক্ত হয়েছিলেন। তারপর তাঁরা তাঁদের নিজ নিজ লোকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডে অন্ধকার হয়ে যাওয়ার মতো ঘটনা দর্শন করে, উচ্চতর লোকের অধিবাসী দেবতারাও অত্যন্ত ভয়ভীত হন, তাই তাঁরা ব্রহ্মার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। এর থেকে বোঝা যায় যে, এই জড় জগতে প্রতিটি জীবের মধ্যেই ভয় রয়েছে। জড় অস্তিত্বের চারটি প্রধান কার্য হচ্ছে—আহার, নিদ্রা, ভয় এবং মৈথুন। ভয় দেবতাদের মধ্যেও রয়েছে। প্রতিটি লোকে, এমন কি চন্দ্র, সূর্য আদি উচ্চতর লোকে, তা ছাড়া এই পৃথিবীতেও এই পাশবিক প্রবৃত্তিগুলি বর্তমান। তা না হলে, দেবতারা কেন অন্ধকারের ফলে ভয়ভীত হবেন? দেবতা এবং সাধারণ মানুষদের

মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, দেবতারা মহাজনদের শরণাগত, কিন্তু এই পৃথিবীর অধিবাসীরা মহাজনদের গুরুত্ব অস্বীকার করে। মানুষ যদি কেবল মহাজনদের শরণাগত হত, তা হলে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সংশোধন করা যেত। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে অর্জুনও বিচলিত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তখন আপ্ত-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েছিলেন, এবং তাঁর সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গিয়েছিল। এর থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, আমরা কোন জড় জাগতিক অবস্থায় বিচলিত হতে পারি, কিন্তু আমরা যদি সেই বিষয় সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করতে সক্ষম কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির শরণাগত হই, তা হলে আমাদের সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। সেই বিপর্যয়ের কারণ সম্বন্ধে জানবার জন্য দেবতারা ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলেন, এবং তাঁর কথা শুনে তাঁরা সন্তুষ্ট হয়ে, শান্ত চিত্তে তাঁদের স্ব-স্থানে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন।

শ্লোক ২

দিতিস্তু ভর্তুরাদেশাদপত্যপরিশঙ্কিনী ।
পূর্ণে বর্ষশতে সাধ্বী পুত্রৌ প্রসুষুবে যমৌ ॥ ২ ॥

দিতিঃ—দিতি; **তু**—কিন্তু; **ভর্তুঃ**—তাঁর পতির; **আদেশাৎ**—আদেশ অনুসারে; **অপত্য**—তাঁর সন্তান থেকে; **পরিশঙ্কিনী**—উপদ্রব আশঙ্কা করে; **পূর্ণে**—পূর্ণ; **বর্ষ-শতে**—এক শত বৎসর পর; **সাধ্বী**—পুণ্যবতী রমণী; **পুত্রৌ**—দুইটি পুত্র; **প্রসুষুবে**—প্রসব করেছিলেন; **যমৌ**—যমজ।

অনুবাদ

সাধ্বী রমণী দিতি তাঁর গর্ভজাত সন্তানদের থেকে দেবতাদের উপদ্রব আশঙ্কা করে, এবং তাঁর পতির কাছ থেকেও সেই ভবিষ্যদ্বাণী শ্রবণ করে, অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে, শতবর্ষ পূর্ণ হলে দুইটি যমজ পুত্র প্রসব করলেন।

শ্লোক ৩

উৎপাতা বহবস্তত্র নিপেতুর্জায়মানয়োঃ ।
দিবি ভুব্যন্তরিক্ষে চ লোকস্যোরুভয়াবহাঃ ॥ ৩ ॥

উৎপাতাঃ—প্রাকৃতিক উপদ্রব; **বহবঃ**—বহু; **তত্র**—সেখানে; **নিপেতুঃ**—ঘটেছিল; **জায়মানয়োঃ**—তাদের জন্ম হলে; **দিবি**—স্বর্গলোকে; **ভুবি**—পৃথিবীতে;

অন্তরিক্ষে—অন্তরীক্ষে; চ—এবং; লোকস্য—লোকে; উরু—মহান; ভয়-আবহাঃ—ভীতি উৎপাদন করে।

অনুবাদ

সেই সন্তানদ্বয় ভূমিষ্ঠ হলে স্বর্গলোকে, ভূলোকে ও অন্তরীক্ষে নানা রকম ভীতিপ্রদ এবং আশ্চর্যজনক প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিতে লাগল।

শ্লোক ৪

সহাচলা ভুবশ্চেলুর্দিশঃ সর্বাঃ প্রজজ্বলুঃ ।
সোল্কাশ্চাশনয়ঃ পেতুঃ কেতবশ্চার্তিহেতবঃ ॥ ৪ ॥

সহ—সহ; অচলাঃ—পর্বতসমূহ; ভুবঃ—পৃথিবীর; চেলুঃ—কম্পিত হয়েছিল; দিশঃ—দিকসমূহ; সর্বাঃ—সমস্ত; প্রজজ্বলুঃ—আগুনের মতো প্রজ্বলিত হয়েছিল; স—সহ; উল্কাঃ—উল্কাসমূহ; চ—এবং; অশনয়ঃ—বজ্রসমূহ; পেতুঃ—পতিত হয়েছিল; কেতবঃ—কেতুসমূহ; চ—এবং; আর্তি-হেতবঃ—সমস্ত অমঙ্গলের কারণ।

অনুবাদ

তখন পর্বত সহ পৃথিবী কম্পিত হয়েছিল, এবং মনে হয়েছিল যেন সর্বত্র আগুন জ্বলছে। উল্কা, কেতু এবং বজ্রপাত সহ শনি আদি বহু অমঙ্গলসূচক গ্রহ তখন উদিত হয়েছিল।

তাৎপর্য

কোন গ্রহে যখন প্রাকৃতিক গোলযোগ দেখা দেয়, তখন বুঝতে হবে যে, নিশ্চয়ই কোন দৈত্যের জন্ম হয়েছে। বর্তমান যুগে আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাই প্রাকৃতিক বিপর্যয়ও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, যা আমরা *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা থেকে জানতে পারি।

শ্লোক ৫

ববৌ বায়ুঃ সুদুঃস্পর্শঃ ফূৎকারানীরয়ন্মুহুঃ ।
উন্মূলয়ন্নগপতীন্বাত্যানীকো রজোধ্বজঃ ॥ ৫ ॥

ববৌ—প্রবাহিত হয়েছিল; **বায়ুঃ**—বায়ু; **সু-দুঃস্পর্শঃ**—স্পর্শ-দুঃখকর; **ফূৎ-কারান্**—প্রচণ্ডভাবে শব্দ করে; **ঈরয়ন্**—ত্যাগ করে; **মুহুঃ**—পুনঃ পুনঃ; **উন্মূলয়ন্**—উৎপাটিত করে; **নগ-পতীন্**—বিশাল বৃক্ষরাজি; **বাত্যা**—ঘূর্ণিবায়ু; **অনীকঃ**—সৈন্য; **রজঃ**—ধূলি; **ধ্বজঃ**—পতাকা।

অনুবাদ

স্পর্শ-দুঃখকর বায়ুসমূহ প্রবল ঝটিকাকে সৈন্য এবং ধূলিসমূহকে ধ্বজা করে, বিশাল বৃক্ষরাজি সমূলে উৎপাটন করে, প্রচণ্ডভাবে গর্জন করতে করতে প্রবাহিত হতে লাগল।

তাৎপর্য

যখন ঘূর্ণিঝড়, প্রচণ্ড গরম, তুষারপাত, প্রবল ঝড়ে বৃক্ষসমূহ উৎপাটন ইত্যাদি প্রাকৃতিক উপদ্রব দেখা দেয়, তখন বুঝতে হবে যে, আসুরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তার ফলে প্রাকৃতিক উপদ্রব দেখা দিচ্ছে। পৃথিবীর অনেক দেশে আজও এই সমস্ত দুর্যোগ বর্তমান। এই তত্ত্ব পৃথিবীর সর্বত্রই সত্য। যে সমস্ত স্থানে যথেষ্ট সূর্য-রশ্মির অভাব, আকাশ সর্বদা মেঘাচ্ছন্ন, তুষারপাত এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, সেই সমস্ত স্থানে নিশ্চিতভাবে সব রকম নিষিদ্ধ পাপকর্মের আচরণে অভ্যস্ত আসুরিক ভাবাপন্ন মানুষেরা বাস করে।

শ্লোক ৬

উদ্ধসদ্ভড়িদম্ভোদঘটয়া নষ্টভাগণে ।
ব্যোম্নি প্রবিষ্টতমসা ন স্ম ব্যাদৃশ্যতে পদম্ ॥ ৬ ॥

উদ্ধসৎ—অট্টহাস্য; **তড়িৎ**—বিদ্যুৎ; **অম্ভোদ**—মেঘের; **ঘটয়া**—রাশির দ্বারা; **নষ্ট**—বিনষ্ট; **ভা-গণে**—জ্যোতিষ্কসমূহ; **ব্যোম্নি**—আকাশে; **প্রবিষ্ট**—আচ্ছাদিত; **তমসা**—অন্ধকারের দ্বারা; **ন**—না; **স্ম ব্যাদৃশ্যতে**—দেখা গেল; **পদম্**—কোন কিছু।

অনুবাদ

সেই সময় বিদ্যুৎরূপ অট্টহাস্যযুক্ত মেঘরাশির দ্বারা নভোমণ্ডলের জ্যোতিষ্কসমূহ আচ্ছাদিত হল। সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়ার ফলে, তখন আর কোন কিছুই দেখা গেল না।

শ্লোক ৭

চুক্রোশ বিমনা বার্ধিরুদূর্মিঃ ক্ষুভিতোদরঃ ।
সোদপানাশ্চ সরিতশ্চুক্ষুভুঃ শুষ্কপঙ্কজাঃ ॥ ৭ ॥

চুক্রোশ—প্রবলভাবে গর্জন করেছিল; বিমনাঃ—শোকাক্রান্ত; বার্ধিঃ—সমুদ্র; উদূর্মিঃ—সুউচ্চ তরঙ্গরাশি; ক্ষুভিত—বিক্ষুব্ধ; উদরঃ—উদরস্থ জন্তুসমূহ; স-উদপানাঃ—সরোবর এবং কূপের পানীয় জল সহ; চ—এবং; সরিতঃ—নদীসমূহ; চুক্ষুভুঃ—বিক্ষুব্ধ হয়েছিল; শুষ্ক—শুষ্ক; পঙ্কজাঃ—পদ্মফুল।

অনুবাদ

সমুদ্র যেন শোকাচ্ছন্ন হয়ে উচ্চ তরঙ্গরাশি সহ প্রবলভাবে গর্জন করতে লাগল, এবং তার ফলে তার উদরস্থ জল-জন্তুসমূহ ক্ষোভিত হয়েছিল। নদী ও সরোবরসমূহও বিক্ষুব্ধ হয়েছিল, এবং সেখানকার পদ্মরাজি শুষ্ক হয়ে গিয়েছিল।

শ্লোক ৮

মুহুঃ পরিধয়োঽভূবন্ সরাহ্বোঃ শশিসূর্যয়োঃ ।
নির্ঘাতা রথনির্হ্রাদা বিবরেভ্যঃ প্রজজ্ঞিরে ॥ ৮ ॥

মুহুঃ—পুনঃ পুনঃ; পরিধয়ঃ—কুয়াশাচ্ছন্ন পরিধি; অভূবন্—আবির্ভূত হয়েছিল; স-রাহ্বোঃ—গ্রহণের সময়; শশি—চন্দ্রের; সূর্যয়োঃ—সূর্যের; নির্ঘাতাঃ—বজ্রের গর্জন; রথ-নির্হ্রাদাঃ—রথ-চক্রের নির্ঘোষের মতো; বিবরেভ্যঃ—পর্বতের গুহা থেকে; প্রজজ্ঞিরে—উৎপন্ন হয়েছিল।

অনুবাদ

বার বার সূর্য এবং চন্দ্রগ্রহণের সময় সূর্য এবং চন্দ্রের চার পাশে কুয়াশাচ্ছন্ন পরিধি প্রকাশ পেতে লাগল। বিনা মেঘেও বজ্রপাতের শব্দ শোনা যেতে লাগল, এবং পর্বতের গুহা থেকে রথ-চক্রের নির্ঘোষের মতো শব্দ উত্থিত হতে লাগল।

শ্লোক ৯

অন্তর্গ্রামেষু মুখতো বমন্ত্যো বহ্নিমুল্বণম্ ।
সৃগালোলূকটঙ্কারৈঃ প্রণেদুরশিবং শিবাঃ ॥ ৯ ॥

অন্তঃ—অভ্যন্তরে; গ্রামেষু—গ্রামে; মুখতঃ—মুখ থেকে; বমন্ত্যঃ—বমন করে; বহ্নিম্—অগ্নি; উলণম্—ভয়সূচক; সৃগাল—শিয়াল; উলূক—পেঁচা; টঙ্কারৈঃ—চিৎকার করে; প্রণেদুঃ—শব্দ করেছিল; অশিবম্—অমঙ্গলসূচক; শিবাঃ—শৃগালীরা।

অনুবাদ

গ্রামের মধ্যে শৃগালীরা তাদের মুখ থেকে অগ্নি উদ্‌গীরণ করে অমঙ্গলসূচক চিৎকার করেছিল, এবং শৃগাল ও পেঁচকেরাও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে শব্দ করেছিল।

শ্লোক ১০

সঙ্গীতবদ্রোদনবদুন্নমন্য শিরোধরাম্ ।
ব্যমুঞ্চন্ বিবিধা বাচো গ্রামসিংহাস্ততস্ততঃ ॥ ১০ ॥

সঙ্গীত-বৎ—সঙ্গীতের মতো; রোদন-বৎ—ক্রন্দনের মতো; উন্নমন্য—উত্তোলন করে; শিরোধরাম্—গ্রীবা; ব্যমুঞ্চন্—শব্দ করেছিল; বিবিধাঃ—বিবিধ প্রকার; বাচঃ—চিৎকার; গ্রাম-সিংহাঃ—কুকুরেরা; ততঃ ততঃ—যেখানে সেখানে।

অনুবাদ

কুকুরেরা যেখানে সেখানে গ্রীবা উত্তোলন করে, কখনও সঙ্গীতের মতো, কখনও বা ক্রন্দনের মতো বিবিধভাবে চিৎকার করতে লাগল।

শ্লোক ১১

খরাশ্চ কর্কশৈঃ ক্ষত্তঃ খুরৈর্ঘ্নন্তো ধরাতলম্ ।
খার্কাররভসা মত্তাঃ পর্যধাবন্ বরূথশঃ ॥ ১১ ॥

খরাঃ—গর্দভেরা; চ—এবং; কর্কশৈঃ—তীক্ষ্ণ; ক্ষত্তঃ—হে বিদুর; খুরৈঃ—তাদের খুরের দ্বারা; ঘ্নন্তঃ—আঘাত করে; ধরা-তলম্—পৃথিবীর পৃষ্ঠ; খাঃ-কার—খার্কার ধ্বনি; রভসাঃ—উন্মত্তের মতো যুক্ত হয়েছিল; মত্তাঃ—উন্মত্ত; পর্যধাবন্—চতুর্দিকে ধাবিত হয়েছিল; বরূথশঃ—দলবদ্ধ হয়ে।

অনুবাদ

হে বিদুর! গর্দভেরা দলবদ্ধ হয়ে তাদের তীক্ষ্ণ খুরের দ্বারা পৃথিবীকে আঘাত করে, এবং উন্মত্তের মতো খার্কার রব করতে করতে চতুর্দিকে ধাবিত হতে লাগল।

তাৎপর্য

গর্দভেরাও মনে করে যে, তারা অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর প্রাণী, এবং তারা যখন তথাকথিত হর্ষ সহকারে দলবদ্ধ হয়ে ইতস্তত ধাবিত হয়, তখন তা মানব-সমাজের পক্ষে অমঙ্গলসূচক ইঙ্গিত বলে মনে করা হয়।

শ্লোক ১২

রুদন্তো রাসভত্রস্তা নীড়াদুদপতন্ খগাঃ ।
ঘোষেঽরণ্যে চ পশবঃ শকৃন্মূত্রমকুর্বত ॥ ১২ ॥

রুদন্তঃ—চিৎকারে; **রাসভ**—গর্দভদের; **ত্রস্তাঃ**—ভীত; **নীড়াৎ**—নীড় থেকে; **উদপতন্**—উপরে উড়ে গেল; **খগাঃ**—পাখিরা; **ঘোষে**—গোশালায়; **অরণ্যে**—বনে; **চ**—এবং; **পশবঃ**—পশু; **শকৃৎ**—পুরীষ; **মূত্রম্**—মূত্র; **অকুর্বত**—ত্যাগ করেছিল।

অনুবাদ

গর্দভের খার্কার শব্দে ভীত হয়ে, পাখিরা শব্দ করতে করতে তাদের নীড় থেকে উড়ে গেল, এবং গোশালায় ও অরণ্যে পশুরা ভীত হয়ে বার বার বিষ্ঠা ও মূত্র পরিত্যাগ করতে লাগল।

শ্লোক ১৩

গাবোঽত্রসন্নসৃগ্‌দোহাস্তোয়দাঃ পূয়বর্ষিণঃ ।
ব্যরুদন্দেবলিঙ্গানি দ্রুমাঃ পেতুর্বিনানিলম্ ॥ ১৩ ॥

গাবঃ—ধেনুগণ; **অত্রসন্**—ভীত হয়ে; **অসৃক্**—রক্ত; **দোহাঃ**—দোহন করেছিল; **তোয়দাঃ**—মেঘরাশি; **পূয়**—পুঁজ; **বর্ষিণঃ**—বর্ষণ করেছিল; **ব্যরুদন্**—অশ্রু বিসর্জন করেছিল; **দেব-লিঙ্গানি**—দেবতাদের প্রতিমা; **দ্রুমাঃ**—বৃক্ষসকল; **পেতুঃ**—পতিত হয়েছিল; **বিনা**—ব্যতীত; **অনিলম্**—বায়ু।

অনুবাদ

গাভীগণ ভীতা হয়ে দুধের পরিবর্তে রক্ত বর্ষণ করেছিল, মেঘরাশি পুঁজ বর্ষণ করেছিল, দেব-প্রতিমা সকলে যেন অশ্রু বিসর্জন করেছিল, এবং বিনা বায়ুতে বৃক্ষসমূহ ভূপতিত হয়েছিল।

শ্লোক ১৪

গ্রহান্ পুণ্যতমানন্যে ভগণাংশ্চাপি দীপিতাঃ ।
অতিচেরুর্বক্রগত্যা যুযুধুশ্চ পরস্পরম্ ॥ ১৪ ॥

গ্রহান্—গ্রহসমূহ; **পুণ্য-তমান্**—সব চাইতে শুভ; **অন্যে**—অন্য সমস্ত (অশুভ গ্রহসমূহ); **ভ-গণান্**—জ্যোতিষ্কসমূহ; **চ**—এবং; **অপি**—ও; **দীপিতাঃ**—উদ্দীপ্ত হয়ে; **অতিচেরুঃ**—অতিক্রম করে; **বক্র-গত্যা**—বক্র গতির দ্বারা; **যুযুধুঃ**—সংঘর্ষ হয়েছিল; **চ**—এবং; **পরঃ-পরম্**—একে অপরের সঙ্গে।

অনুবাদ

মঙ্গল, শনি আদি অশুভ গ্রহসমূহ অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে বুধ, বৃহস্পতি এবং শুক্র আদি শুভ গ্রহ ও অন্যান্য নক্ষত্রদের অতিক্রম করেছিল, এবং বক্র গতির দ্বারা প্রত্যাবর্তন করে গ্রহগুলি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছিল।

তাৎপর্য

সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের অধীনে চালিত হচ্ছে। যে সমস্ত জীব সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত তাঁদের বলা হয় পুণ্যবান। তেমনই সত্ত্বগুণের দ্বারা প্রভাবিত দেশ, বৃক্ষ ইত্যাদিও পুণ্যবান। সেই রকম গ্রহগুলিও গুণের দ্বারা প্রভাবিত; অনেক গ্রহ আছে যাদের শুভ বলে বিবেচনা করা হয়, এবং অন্য গ্রহগুলিকে অশুভ বলে বিবেচনা করা হয়। শনি এবং মঙ্গল গ্রহকে অশুভ বলে গণ্য করা হয়। যখন শুভ গ্রহগুলি অত্যন্ত উদ্দীপ্ত হয়, তখন সেইটি একটি মঙ্গল ইঙ্গিত, কিন্তু যখন অশুভ গ্রহগুলি উদ্দীপ্ত হয়, তখন সেইটি অশুভ লক্ষণের ইঙ্গিত।

শ্লোক ১৫

দৃষ্ট্বান্যাংশ্চ মহোৎপাতানতত্তত্ত্ববিদঃ প্রজাঃ ।
ব্রহ্মপুত্রানৃতে ভীতা মেনিরে বিশ্বসম্প্লবম্ ॥ ১৫ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **অন্যান্**—অন্যদের; **চ**—এবং; **মহা**—প্রচণ্ড; **উৎপাতান্**—অশুভ লক্ষণ, **অ-তৎ-তত্ত্ব-বিদঃ**—(অভিশাপের) রহস্য না জেনে; **প্রজাঃ**—জনসাধারণ; **ব্রহ্ম-পুত্রান্**—ব্রহ্মার পুত্রগণ (চার কুমারগণ); **ঋতে**—ব্যতীত; **ভীতাঃ**—ভয়ে ভীত হয়ে; **মেনিরে**—মনে করেছিল; **বিশ্ব-সম্প্লবম্**—ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়।

অনুবাদ

এই সমস্ত এবং অন্যান্য অনেক অশুভ লক্ষণ দর্শন করে, ব্রহ্মার চার জন ঋষি-পুত্র ব্যতীত অন্য সকলে, যাঁরা জয় এবং বিজয়ের অধঃপতিত হয়ে দিতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণের রহস্য সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না, তাঁরা অত্যন্ত ভয়ভীত হয়েছিলেন। তাঁরা মনে করেছিলেন যে, জগতের প্রলয় উপস্থিত হয়েছে।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার সপ্তম পরিচ্ছেদ অনুসারে, প্রকৃতির নিয়ম এতই কঠোর যে, তা লঙ্ঘন করা জীবের পক্ষে অসম্ভব। সেখানে আরও বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে, যাঁরা সম্পূর্ণরূপে কৃষ্ণভক্তির মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত, তাঁরাই কেবল রক্ষা পান। *শ্রীমদ্ভাগবতের* বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে, দুইজন মহা দৈত্যের জন্ম হওয়ার ফলে এত সব প্রাকৃতিক বিপর্যয় হয়েছিল। পূর্বের বর্ণনা অনুসারে, পরোক্ষভাবে বুঝতে হবে যে, পৃথিবীতে যখন নিরন্তর দুর্যোগ হয়, তখন সেইটি কোন আসুরিক মানুষের জন্ম হওয়ার অথবা আসুরিক জনসাধারণের বৃদ্ধি পাওয়ার অশুভ ইঙ্গিত। পুরাকালে দিতির গর্ভজাত কেবল দুইটি দৈত্য ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এত দুর্যোগ হয়েছিল। বর্তমান সময়ে, বিশেষ করে এই কলিযুগে, এই সমস্ত দুর্যোগগুলি সর্বদাই প্রত্যক্ষ হয়, যা ইঙ্গিত দেয় যে, আসুরিক জনসংখ্যা অবশ্যই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

আসুরিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধ করার জন্য বৈদিক সভ্যতায় সমাজ-জীবনে বহু বিধি-নিষেধের বিধান রয়েছে, তার মধ্যে সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে সন্তান উৎপাদনের জন্য গর্ভাধান সংস্কার। *ভগবদ্গীতায়* অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলেছেন যে, যদি অবাঞ্ছিত জনসাধারণ বা বর্ণসঙ্কর হয়, তা হলে সারা পৃথিবী জুড়ে এক নারকীয় পরিবেশের সৃষ্টি হবে। মানুষ বিশ্ব-শান্তির জন্য অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত, কিন্তু গর্ভাধান সংস্কারের সুযোগ গ্রহণ না করার ফলে, ঠিক দিতির গর্ভজাত দৈত্যদের মতো বহু অবাঞ্ছিত সন্তানের জন্ম হচ্ছে। দিতি এতই কামার্ত হয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর পতিকে এক অশুভ সময়ে মৈথুনে লিপ্ত হতে বাধ্য করেছিলেন, এবং তার ফলে উপদ্রব সৃষ্টি করার জন্য দুইটি দৈত্যের জন্ম হয়েছিল। সন্তান

উৎপাদনের জন্য যৌন জীবনে রত হওয়ার সময়, সুসন্তান উৎপাদনের পন্থা অনুশীলন করা উচিত; যদি প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি গৃহস্থ বৈদিক ব্যবস্থা অনুসরণ করেন, তা হলে অসুরদের জন্ম না হয়ে সুসন্তানদের জন্ম হবে, এবং আপনা থেকে পৃথিবীতে তখন শান্তি আসবে। সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য যদি বিধি-নিষেধের অনুশীলন না করা হয়, তা হলে আমরা শান্তির প্রত্যাশা করতে পারি না। পক্ষান্তরে, তার ফলে প্রকৃতির নিয়মের কঠোর প্রতিক্রিয়া আমাদের ভোগ করতে হবে।

শ্লোক ১৬

তাবাদিদৈত্যৌ সহসা ব্যজ্যমানাত্মপৌরুষৌ ।
ববৃধাতেঽশ্মসারেণ কায়েনাদ্রিপতী ইব ॥ ১৬ ॥

তৌ—তারা দুইজন; **আদি-দৈত্যৌ**—সৃষ্টির আদিতে যে দৈত্যদের আবির্ভাব হয়েছিল; **সহসা**—শীঘ্রই; **ব্যজ্যমান**—প্রকাশিত হয়ে; **আত্ম**—স্বীয়; **পৌরুষৌ**—শক্তি; **ববৃধাতে**—বৃদ্ধি পেয়েছিল; **অশ্ম-সারেণ**—ইস্পাতের মতো; **কায়েন**—শরীরের দ্বারা; **অদ্রি-পতী**—দুইটি বিশাল পর্বত; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

এই দুইটি দৈত্য যারা পুরাকালে আবির্ভূত হয়েছিল, অচিরেই তারা তাদের অসাধারণ দৈহিক গঠন প্রদর্শন করতে শুরু করল। ইস্পাতের মতো তাদের শরীর দুইটি বিশাল পর্বতের মতো বৃদ্ধি পেতে লাগল।

তাৎপর্য

পৃথিবীতে দুই শ্রেণীর মানুষ রয়েছে; তাদের একটিকে বলা হয় দৈত্য, এবং অন্যটিকে বলা হয় দেবতা। দেবতারা মানব-সমাজের পারমার্থিক উন্নতি-সাধনে নিরত থাকেন, কিন্তু অসুরেরা কেবল তাদের দৈহিক এবং জাগতিক উন্নতি-সাধনে ব্যস্ত থাকে। দিতির গর্ভজাত দুইটি দৈত্য তাদের শরীর ইস্পাতের মতো দৃঢ় করতে থাকে, এবং তারা এত দীর্ঘ ছিল যে, মনে হত তারা যেন অন্তরীক্ষকে স্পর্শ করছে। তারা মূল্যবান অলঙ্কারে সজ্জিত ছিল, এবং তারা মনে করত যে, সেইটি হচ্ছে জীবনের সাফল্য। মূলত পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে, বৈকুণ্ঠের দুই দ্বারপাল জয় এবং বিজয় জড় জগতে জন্ম গ্রহণ করবে, এবং ঋষিদের অভিশাপের ফলে, তারা সর্বদা পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি ক্রোধান্বিত হওয়ার

ভূমিকায় অভিনয় করবে। দৈত্যরূপে তারা এত ক্রোধান্বিত হয়েছিল যে, পরমেশ্বর ভগবানের সম্বন্ধে চিন্তা না করে, তারা কেবল তাদের দৈহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং উন্নতি-সাধনে সর্বদা ব্যস্ত ছিল।

শ্লোক ১৭

দিবিস্পৃশৌ হেমকিরীটকোটিভি-
র্নিরুদ্ধকাষ্ঠৌ স্ফুরদঙ্গদাভুজৌ ।
গাং কম্পয়ন্তৌ চরণৈঃ পদে পদে
কট্যা সুকাঞ্চ্যার্কমতীত্য তস্থতুঃ ॥ ১৭ ॥

দিবি-স্পৃশৌ—গগনস্পর্শী; **হেম**—স্বর্ণ-নির্মিত; **কিরীট**—তাদের মুকুটের; **কোটিভিঃ**—অগ্রভাগের দ্বারা; **নিরুদ্ধ**—অবরোধ করেছিল; **কাষ্ঠৌ**—দিকসমূহ; **স্ফুরৎ**—উজ্জ্বল; **অঙ্গদা**—অঙ্গদ; **ভুজৌ**—বাহুতে; **গাম্**—পৃথিবী; **কম্পয়ন্তৌ**—কম্পিত করে; **চরণৈঃ**—চরণের দ্বারা; **পদে পদে**—প্রতি পদক্ষেপে; **কট্যা**—তাদের কটির দ্বারা; **সু-কাঞ্চ্যা**—সুন্দর মেখলার দ্বারা অলঙ্কৃত; **অর্কম্**—সূর্য; **অতীত্য**—অতিক্রম করে; **তস্থতুঃ**—তারা দাঁড়িয়েছিল।

অনুবাদ

তাদের দেহ এত দীর্ঘ হয়েছিল যে, মনে হচ্ছিল তারা যেন তাদের স্বর্ণ-মুকুটের অগ্রভাগের দ্বারা আকাশকে চুম্বন করছে। তারা তাদের শরীরের দ্বারা দিকসমূহ অবরোধ করেছিল, এবং তাদের প্রতি পদক্ষেপের দ্বারা পৃথিবীকে কম্পিত করেছিল। তাদের বাহু উজ্জ্বল অঙ্গদের দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল, এবং অত্যন্ত সুন্দর মেখলা বেষ্টিত কটিদেশের দ্বারা তারা যেন সূর্যকে আচ্ছাদিত করেছিল।

তাৎপর্য

আসুরিক সভ্যতায় মানুষ এমন ধরনের শরীর গঠন করতে চায় যে, তারা যখন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবে, তখন তাদের পদক্ষেপে পৃথিবী কম্পিত হবে, এবং তারা যখন দাঁড়াবে, তখন মনে হবে যে, সূর্য এবং চতুর্দিকের দৃশ্যাবলীকে তারা আচ্ছাদিত করেছে। যদি কোন জাতির দেহ শক্তিশালী হয়, তা হলে বিবেচনা করা হয় যে, সেই দেশটি হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব চাইতে উন্নত দেশ।

শ্লোক ১৮

প্রজাপতির্নাম তয়োরকার্ষীদ্
যঃ প্রাক্ স্বদেহাদ্যময়োরজায়ত ।
তং বৈ হিরণ্যকশিপুং বিদুঃ প্রজা
যং তং হিরণ্যাক্ষমসূত সাগ্রতঃ ॥ ১৮ ॥

প্রজাপতিঃ—কশ্যপ; **নাম**—নামক; **তয়োঃ**—তাদের দুইজনের; **অকার্ষীৎ**—দিয়েছিলেন; **যঃ**—যিনি; **প্রাক্**—প্রথম; **স্ব-দেহাৎ**—তাঁর দেহ থেকে; **যময়োঃ**—যমজের; **অজায়ত**—জন্ম গ্রহণ করেছিল; **তম্**—তাকে; **বৈ**—অবশ্যই; **হিরণ্যকশিপুম্**—হিরণ্যকশিপু; **বিদুঃ**—জেনো; **প্রজাঃ**—জনসাধারণ; **যম্**—যাকে; **তম্**—তাকে; **হিরণ্যাক্ষম্**—হিরণ্যাক্ষ; **অসূত**—জন্মদান করেছিলেন; **সা**—তিনি (দিতি); **অগ্রতঃ**—প্রথম।

অনুবাদ

প্রজাদের স্রষ্টা প্রজাপতি কশ্যপ তাঁর যমজ পুত্রদের মধ্যে যার প্রথমে জন্ম হয়েছিল, তার নাম দিয়েছিলেন হিরণ্যাক্ষ, এবং দিতি প্রথমে যাকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তার নাম দিয়েছিলেন হিরণ্যকশিপু।

তাৎপর্য

পিণ্ডসিদ্ধি নামক প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রে গর্ভধারণ সম্বন্ধে খুব সুন্দর বিজ্ঞান-সম্মত বর্ণনা রয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরুষের বীর্য যখন ঋতুমতী রমণীর জঠরে দুইটি অনুক্রমিক বিন্দুতে প্রবেশ করে, তখন মাতা তার গর্ভে দুইটি জরায়ু উৎপাদন করেন, এবং জন্মের সময় তারা প্রথমে গর্ভধারণের বিপরীত ক্রমে মাতৃগর্ভ থেকে বহির্গত হয়। অর্থাৎ যাকে আগে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তার জন্ম পরে হয়, এবং যাকে পরে গর্ভে ধারণ করেছিলেন, তার জন্ম আগে হয়। গর্ভে প্রথম যে সন্তানটি ধারণ করা হয়, সেইটি দ্বিতীয় সন্তানের পিছনে থাকে। সুতরাং জন্মের সময় দ্বিতীয় সন্তানটি আগে এবং প্রথম সন্তানটি পরে মাতৃজঠর থেকে বহির্গত হয়। এখানে বোঝা যায় যে, যাকে দিতি পরে গর্ভে ধারণ করেছিলেন সেই হিরণ্যাক্ষের জন্ম হয়েছিল আগে, আর হিরণ্যকশিপু, যাকে আগে গর্ভে ধারণ করা হয়েছিল, তার জন্ম হয় পরে।

শ্লোক ১৯

চক্রে হিরণ্যকশিপুর্দোর্ভ্যাং ব্রহ্মবরেণ চ ।
বশে সপালাঁল্লোকাংস্ত্রীনকুতোমৃত্যুরুদ্ধতঃ ॥ ১৯ ॥

চক্রে—করেছিলেন; হিরণ্যকশিপুঃ—হিরণ্যকশিপু; দোর্ভ্যাম্—তার দুই বাহুর দ্বারা; ব্রহ্ম-বরেণ—ব্রহ্মার বরে; চ—এবং; বশে—তার নিয়ন্ত্রণাধীন; স-পালান্—পালকগণ সহ; লোকান্—লোকসমূহ; ত্রীন্—তিন; অকুতঃ-মৃত্যুঃ—কারও কাছ থেকে মৃত্যুর ভয় না করে; উদ্ধতঃ—গর্বিত।

অনুবাদ

জ্যেষ্ঠ পুত্র হিরণ্যকশিপুর ত্রিভুবনে কারোর কাছে মৃত্যুর ভয় ছিল না, কেননা সে ব্রহ্মার কাছে বর লাভ করেছিল। সেই বরের প্রভাবে সে অত্যন্ত গর্বোদ্ধত ছিল এবং ত্রিভুবনকে আয়ত্ত করতে সে সক্ষম হয়েছিল।

তাৎপর্য

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে দেখা যাবে যে, হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য কঠোর তপস্যা করেছিল, এবং তার ফলে অমর হওয়ার বর লাভ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে কাউকে অমর হওয়ার বর দেওয়া ব্রহ্মার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু পরোক্ষভাবে হিরণ্যকশিপু বর লাভ করেছিল যে, এই জড় জগতে কেউ তাকে বধ করতে পারবে না। পক্ষান্তরে বলা যায় যে, যেহেতু সে বৈকুণ্ঠলোক থেকে এসেছিল, তাই তাকে বধ করার ক্ষমতা এই জড় জগতে কারোর ছিল না। ভগবান স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলেন। জড়-জাগতিক জ্ঞানের উন্নতির ফলে মানুষ অত্যন্ত গর্বিত হতে পারে, কিন্তু তার পক্ষে জড় অস্তিত্বের চারটি তত্ত্ব—জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধির কবল থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। হিরণ্যকশিপুর মতো ক্ষমতাশালী এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তিও যে তার নির্দিষ্ট আয়ুর অধিক কাল বাঁচতে পারে না, এর মাধ্যমে জনসাধারণকে শিক্ষা দেওয়াই ছিল ভগবানের পরিকল্পনা। কেউ হিরণ্যকশিপুর মতো বলবান এবং গর্বোদ্ধত হতে পারে, এবং ত্রিভুবনকে তার আয়ত্তাধীন করতে পারে, কিন্তু তা সত্ত্বেও কারও পক্ষে চিরকাল বেঁচে থাকা অথবা লুণ্ঠিত দ্রব্য নিজের কাছে রাখা সম্ভব নয়। কত সম্রাট ক্ষমতার শীর্ষে আরোহণ করেছিল, কিন্তু আজ তারা সকলে বিস্মৃতির গর্ভে হারিয়ে গেছে, সেটিই হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাস।

শ্লোক ২০

হিরণ্যাক্ষোঽনুজস্তস্য প্রিয়ঃ প্রীতিকৃদন্বহম্ ।
গদাপাণির্দিবং যাতো যুযুৎসুর্মৃগয়ন্ রণম্ ॥ ২০ ॥

হিরণ্যাক্ষঃ—হিরণ্যাক্ষ; **অনুজঃ**—কনিষ্ঠ ভ্রাতা; **তস্য**—তার; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **প্রীতি-কৃৎ**—প্রসন্ন করতে প্রস্তুত; **অনু-অহম্**—প্রতিদিন; **গদা-পাণিঃ**—গদা হাতে; **দিবম্**—উচ্চতর লোকে; **যাতঃ**—ভ্রমণ করত; **যুযুৎসুঃ**—যুদ্ধ করার বাসনায়; **মৃগয়ন্**—অন্বেষণ করে; **রণম্**—যুদ্ধ।

অনুবাদ

তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তার কার্যকলাপের দ্বারা সর্বদাই সন্তুষ্ট করতে প্রস্তুত ছিল। হিরণ্যকশিপুর প্রীতি-সাধনের জন্য হিরণ্যাক্ষ সংগ্রাম করার বাসনায় কাঁধে গদা নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্র ভ্রমণ করত।

তাৎপর্য

আসুরিক মনোভাব হচ্ছে পরিবারের সমস্ত সদস্যদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির জন্য বিশ্বের সমস্ত সম্পদ শোষণ করার শিক্ষা দেওয়া, কিন্তু দৈব মনোভাব হচ্ছে সব কিছু পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত করা। হিরণ্যকশিপু নিজেও ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী, এবং সকলের সঙ্গে যুদ্ধে তাকে সহায়তা করার জন্য ও যতদিন সম্ভব জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার জন্য সে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হিরণ্যাক্ষকেও শক্তিশালী করেছিল। যদি সম্ভব হত, তা হলে সে চিরকাল এই ব্রহ্মাণ্ডের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চেয়েছিল। এইগুলি হচ্ছে আসুরিক মনোভাবাপন্ন জীবেদের কার্যকলাপের দৃষ্টান্ত।

শ্লোক ২১

তং বীক্ষ্য দুঃসহজবং রণৎকাঞ্চননূপুরম্ ।
বৈজয়ন্ত্যা স্রজা জুষ্টমংসন্যস্তমহাগদম্ ॥ ২১ ॥

তম্—তাকে; **বীক্ষ্য**—দেখে; **দুঃসহ**—দুর্দমনীয়; **জবম্**—ক্রোধ; **রণৎ**—কিঙ্কিণী; **কাঞ্চন**—স্বর্ণ; **নূপুরম্**—নূপুর; **বৈজয়ন্ত্যা স্রজা**—বৈজয়ন্তী মালার দ্বারা; **জুষ্টম্**—অলঙ্কৃত; **অংস**—স্কন্ধে; **ন্যস্ত**—ধৃত; **মহা-গদম্**—একটি প্রকাণ্ড গদা।

অনুবাদ

হিরণ্যাক্ষের ক্রোধ ছিল দুঃসহ। তার পায়ে ছিল শব্দায়মান স্বর্ণের নূপুর, সে বৈজয়ন্তী মালার দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল, এবং তার এক স্কন্ধদেশে ছিল একটি বিশাল গদা।

শ্লোক ২২

মনোবীর্যবরোৎসিক্তমসৃণ্যমকুতোভয়ম্ ।
ভীতা নিলিল্যিরে দেবাস্তার্ক্ষ্যত্রস্তা ইবাহয়ঃ ॥ ২২ ॥

মনঃ-বীর্য—মানসিক এবং দৈহিক শক্তির দ্বারা; **বর**—বরের প্রভাবে; **উৎসিক্তম্**—গর্বিত; **অসৃণ্যম্**—দুর্দমনীয়; **অকুতঃ-ভয়ম্**—কাউকে ভয় না করে; **ভীতাঃ**—ভীত; **নিলিল্যিরে**—লুকিয়েছিলেন; **দেবাঃ**—দেবতারা; **তার্ক্ষ্য**—গরুড়; **ত্রস্তাঃ**—ভীতা হয়ে; **ইব**—মতো; **অহয়ঃ**—সর্প।

অনুবাদ

তার মানসিক ও দৈহিক শক্তি এবং সেই সঙ্গে ব্রহ্মার বরে সে অত্যন্ত গর্বিত হয়েছিল। কারও হাতে তার নিহত হওয়ার ভয় ছিল না, এবং তার গতি রোধ করার ক্ষমতাও কারোর ছিল না। তাই তার দর্শন মাত্রই গরুড়কে দেখে সাপেরা যেভাবে পলায়ন করে, দেবতারাও সেইভাবে ভয়ে ভীত হয়ে লুকিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, অসুরেরা সাধারণত অত্যন্ত বলবান, এবং তাদের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত দৃঢ়, আর তাদের দৈহিক শক্তিও অসাধারণ। হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার কাছ থেকে এমনই বর লাভ করেছিল যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে কেউ তাদের হত্যা করতে পারবে না, তাই তারা প্রায় অমর হয়ে গিয়েছিল। তার ফলে তারা সম্পূর্ণরূপে নির্ভীক ছিল।

শ্লোক ২৩

স বৈ তিরোহিতান্ দৃষ্ট্বা মহসা স্বেন দৈত্যরাট্ ।
সেন্দ্রান্দেবগণান্ ক্ষীবানপশ্যন্ ব্যনদদ্ ভৃশম্ ॥ ২৩ ॥

সঃ—সে; **বৈ**—অবশ্যই; **তিরোহিতান্**—অদৃশ্য হয়েছিলেন; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **মহসা**—শক্তির দ্বারা; **স্বেন**—তার নিজের; **দৈত্য-রাট্**—দৈত্যরাজ; **স-ইন্দ্রান্**—ইন্দ্র সহ; **দেব-গণান্**—দেবতাগণ; **ক্ষীবান্**—প্রমত্ত; **অপশ্যন্**—দেখতে না পেয়ে; **ব্যনদৎ**—গর্জন করেছিল; **ভৃশম্**—ভীষণভাবে।

অনুবাদ

ইন্দ্র এবং অন্যান্য দেবতারা, যাঁরা পূর্বে তাঁদের শক্তির গর্বে প্রমত্ত হয়েছিলেন, তাঁদের দেখতে না পেয়ে এবং তাঁরা যে তার তেজবলে ভীত হয়ে পলায়ন করেছেন, তা বুঝতে পেরে, সেই দৈত্যরাজ ভীষণভাবে গর্জন করতে লাগল।

শ্লোক ২৪

ততো নিবৃত্তঃ ক্রীড়িষ্যন্ গম্ভীরং ভীমনিস্বনম্ ।
বিজগাহে মহাসত্ত্বো বার্ধিং মত্ত ইব দ্বিপঃ ॥ ২৪ ॥

ততঃ—তার পর; **নিবৃত্তঃ**—প্রত্যাবর্তন করে; **ক্রীড়িষ্যন্**—খেলা করার জন্য; **গম্ভীরম্**—গভীর; **ভীম-নিস্বনম্**—ভয়ঙ্কর শব্দ করে; **বিজগাহে**—ঝাঁপ দিয়েছিল; **মহা-সত্ত্বঃ**—মহা বলবান; **বার্ধিম্**—সমুদ্রে; **মত্তঃ**—মদমত্ত; **ইব**—মতো; **দ্বিপঃ**—হস্তী।

অনুবাদ

স্বর্গ থেকে ফিরে এসে, সেই বলবান দৈত্য ভয়ঙ্কর গর্জনশীল গভীর সমুদ্রে ক্রীড়া করার মানসে মত্ত মাতঙ্গের মতো ঝাঁপ দিয়েছিল।

শ্লোক ২৫

তস্মিন্ প্রবিষ্টে বরুণস্য সৈনিকা
যাদোগণাঃ সন্নধিয়ঃ সসাধ্বসাঃ ।
অহন্যমানা অপি তস্য বর্চসা
প্রধর্ষিতা দূরতরং প্রদুদ্রুবুঃ ॥ ২৫ ॥

তস্মিন্ প্রবিষ্টে—সে যখন সমুদ্রে প্রবেশ করেছিল; **বরুণস্য**—বরুণের; **সৈনিকাঃ**—প্রতিরক্ষকগণ; **যাদঃ-গণাঃ**—জলচর প্রাণীগণ; **সন্নধিয়ঃ**—অবসন্ন হয়ে;

স-সাধ্বসাঃ—ভীত হয়ে; **অহন্যমানাঃ**—আহত না হয়ে; **অপি**—ও; **তস্য**—তার; **বর্চসা**—তেজের দ্বারা; **প্রধর্ষিতাঃ**—আচ্ছন্ন হয়ে; **দূর-তরম্**—অনেক দূরে; **প্রদুদ্রুবুঃ**—দ্রুত পলায়ন করেছিল।

অনুবাদ

সে সমুদ্রে প্রবিষ্ট হলে, বরুণের সৈন্য-স্বরূপ জল-জন্তুসমূহ ভয়াচ্ছন্ন হয়ে অতি দূরে পলায়ন করেছিল। এইভাবে, আঘাত না করেই হিরণ্যাক্ষ তার তেজ প্রদর্শন করেছিল।

তাৎপর্য

অনেক সময় দেখা যায় যে, জড়বাদী অসুরেরা অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং সারা পৃথিবী জুড়ে তাদের আধিপত্য বিস্তার করে। এখানেও দেখা যায় যে, হিরণ্যাক্ষ তার আসুরিক শক্তির দ্বারা, প্রকৃতপক্ষে সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে তার আধিপত্য বিস্তার করেছিল, এমন কি তার অসাধারণ শক্তির প্রভাবে দেবতারা পর্যন্ত ভীত হয়েছিল। হিরণ্যকশিপু এবং হিরণ্যাক্ষের ভয়ে কেবল অন্তরীক্ষের দেবতারাই ভীত হননি, সমুদ্রের জল-জন্তুরাও ভীত হয়েছিল।

শ্লোক ২৬

স বর্ষপূগানুদধৌ মহাবল-
শ্চরন্মহোর্মীঞ্জ্বসনেরিতান্মুহুঃ ।
মৌর্ব্যাভিজঘ্নে গদয়াঽঽসেদিবাং-
মাসেদিবাংস্তাত পুরীং প্রচেতসঃ ॥ ২৬ ॥

সঃ—সে; **বর্ষ-পূগান্**—বহু বছর ধরে; **উদধৌ**—সমুদ্রে; **মহা-বলঃ**—মহা বলবান; **চরন্**—বিচরণ করেছিল; **মহা-ঊর্মীন্**—বিশাল তরঙ্গমালাকে; **শ্বসন**—বায়ুর দ্বারা; **ঈরিতান্**—আন্দোলিত; **মুহুঃ**—পুনঃ পুনঃ; **মৌর্ব্যা**—লৌহ-নির্মিত; **অভিজঘ্নে**—আঘাত করেছিল; **গদয়া**—তার গদার দ্বারা; **বিভাবরীম্**—বিভাবরী; **আসেদিবান্**—পৌঁছাল; **তাত**—হে প্রিয় বিদুর; **পুরীম্**—রাজধানী; **প্রচেতসঃ**—বরুণের।

অনুবাদ

বহু বহু বছর ধরে সমুদ্রে বিচরণ করে, মহা বলবান হিরণ্যাক্ষ তার লৌহ-নির্মিত গদার দ্বারা বায়ু-বিক্ষুব্ধ বিশাল তরঙ্গমালাকে বার বার আঘাত করেছিল, এবং তার পর সে বরুণের রাজধানী বিভাবরীতে গিয়ে পৌঁছাল।

তাৎপর্য

বরুণ হচ্ছেন জলের দেবতা, এবং তাঁর রাজধানী বিভাবরী জলের অভ্যন্তরে অবস্থিত।

শ্লোক ২৭

তত্রোপলভ্যাসুরলোকপালকং
যাদোগণানামৃষভং প্রচেতসম্ ।
স্ময়ন্ প্রলব্ধুং প্রণিপত্য নীচব-
জ্জগাদ মে দেহ্যধিরাজ সংযুগম্ ॥ ২৭ ॥

তত্র—সেখানে; **উপলভ্য**—পৌঁছে; **অসুর-লোক**—যে স্থানে অসুরেরা বাস করে; **পালকম্**—অভিভাবক; **যাদঃ-গণানাম্**—জল-জন্তুদের; **ঋষভম্**—প্রভু; **প্রচেতসম্**—বরুণ; **স্ময়ন্**—স্মিত হাস্য; **প্রলব্ধুম্**—উপহাস করার জন্য; **প্রণিপত্য**—প্রণিপাত করে; **নীচ-বৎ**—নীচ কুলোদ্ভূত মানুষের মতো; **জগাদ**—সে বলেছিল; **মে**—আমাকে; **দেহি**—দিন; **অধিরাজ**—হে মহান রাজা; **সংযুগম্**—যুদ্ধ।

অনুবাদ

অসুরদের বাসস্থান পাতাল-লোকের পালক এবং জল-জন্তুদের প্রভু বরুণের গৃহ হচ্ছে বিভাবরী। সেখানে হিরণ্যাক্ষ বরুণদেবের কাছে গিয়ে নীচবৎ প্রণিপাত করার পরে, তাঁকে উপহাস করে স্মিত হাস্য সহকারে বলেছিল, "হে অধিরাজ! আমাকে যুদ্ধ দান করুন!"

তাৎপর্য

আসুরিক মানুষেরা সর্বদা অন্যদের যুদ্ধে আহ্বান করে বলপূর্বক তাদের সম্পত্তি অধিকার করে। সেই সমস্ত লক্ষণগুলি এখানে হিরণ্যাক্ষ কর্তৃক পূর্ণরূপে প্রদর্শিত হয়েছে, যে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক ব্যক্তির কাছে যুদ্ধ ভিক্ষা করেছিল।

শ্লোক ২৮

ত্বং লোকপালোঽধিপতির্বৃহচ্ছ্রবা
বীর্যাপহো দুর্মদবীরমানিনাম্ ।
বিজিত্য লোকেঽখিলদৈত্যদানবান্
যদ্রাজসূয়েন পুরাযজৎপ্রভো ॥ ২৮ ॥

ত্বম্—আপনি (বরুণ); **লোক-পালঃ**—লোক-পালক; **অধিপতিঃ**—অধীশ্বর; **বৃহৎ-শ্রবাঃ**—মহা যশা; **বীর্য**—তেজ; **অপহঃ**—হ্রাসপ্রাপ্ত; **দুর্মদ**—দাম্ভিক ব্যক্তির; **বীর-মানিনাম্**—নিজেদের মস্ত বড় বীর বলে মনে করে; **বিজিত্য**—জয় করে; **লোকে**—এই জগতে; **অখিল**—সমস্ত; **দৈত্য**—দৈত্য; **দানবান্**—দানব; **যৎ**—যখন; **রাজ-সূয়েন**—রাজসূয় যজ্ঞের দ্বারা; **পুরা**—পূর্বে; **অযজৎ**—পূজিত; **প্রভো**—হে প্রভু।

অনুবাদ

আপনি একজন মহা যশস্বী লোকপালাধিপতি। আপনি দাম্ভিক ও অহঙ্কারী বীরদের দর্প হরণ করেছিলেন, এবং এই জগতের সমস্ত দৈত্য ও দানবদের পরাভূত করেছিলেন। এক সময় আপনি ভগবানের সন্তুষ্টি-বিধানের জন্য রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেছিলেন।

শ্লোক ২৯

স এবমুৎসিক্তমদেন বিদ্বিষা
দৃঢ়ং প্রলব্ধো ভগবানপাং পতিঃ ।
রোষং সমুত্থং শময়ন্ স্বয়া ধিয়া
ব্যবোচদঙ্গোপশমং গতা বয়ম্ ॥ ২৯ ॥

সঃ—বরুণ; **এবম্**—এইভাবে; **উৎসিক্ত**—গর্বিত; **মদেন**—দাম্ভিক; **বিদ্বিষা**—শত্রুর দ্বারা; **দৃঢ়ম্**—গভীরভাবে; **প্রলব্ধঃ**—উপহাস করেছিল; **ভগবান্**—পূজ্য; **অপাম্**—জলের; **পতিঃ**—ঈশ্বর; **রোষম্**—ক্রোধ; **সমুত্থম্**—উত্থিত হয়েছিল; **শময়ন্**—সংযত করে; **স্বয়া ধিয়া**—তার যুক্তির দ্বারা; **ব্যবোচৎ**—তিনি উত্তর দিয়েছিলেন; **অঙ্গ**—হে প্রিয়; **উপশমম্**—যুদ্ধ থেকে বিরত; **গতাঃ**—হয়েছি; **বয়ম্**—আমরা।

অনুবাদ

এইভাবে অন্তহীন মদমত্ত শত্রু কর্তৃক উপহসিত হয়ে, পূজ্য জলাধিপতি ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁর যুক্তির দ্বারা সেই সমুত্থিত ক্রোধকে সংবরণ করে উত্তর দিয়েছিলেন—হে দৈত্যরাজ! অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়ার ফলে, আমরা এখন যুদ্ধ থেকে বিরত হয়েছি।

তাৎপর্য

এখানে আমরা দেখতে পাই যে, যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী জড়বাদীরা সর্বদাই বিনা কারণে যুদ্ধের সৃষ্টি করে।

শ্লোক ৩০

পশ্যামি নান্যং পুরুষাৎপুরাতনাদ্
যঃ সংযুগে ত্বাং রণমার্গকোবিদম্ ।
আরাধয়িষ্যত্যসুরর্ষভেহি তং
মনস্বিনো যং গৃণতে ভবাদৃশাঃ ॥ ৩০ ॥

পশ্যামি—আমি দেখি; **ন**—না; **অন্যম্**—অন্য; **পুরুষাৎ**—পুরুষ ব্যতীত; **পুরাতনাৎ**—সব চাইতে প্রাচীন; **যঃ**—যিনি; **সংযুগে**—যুদ্ধে; **ত্বাম্**—আপনাকে; **রণ-মার্গ**—যুদ্ধের কৌশল; **কোবিদম্**—অত্যন্ত নিপুণ; **আরাধয়িষ্যতি**—তৃপ্তি সাধন করবে; **অসুর-ঋষভ**—হে দৈত্যরাজ; **ইহি**—গমন করুন; **তম্**—তাঁর কাছে; **মনস্বিনঃ**—বীরগণ; **যম্**—যাঁকে; **গৃণতে**—প্রশংসা করে; **ভবাদৃশাঃ**—আপনার মতো।

অনুবাদ

আপনি যুদ্ধে এত নিপুণ যে, আদি পুরুষ বিষ্ণু ছাড়া আর কাউকে আমি দেখি না যিনি আপনাকে যুদ্ধে সন্তুষ্টি-বিধান করতে সমর্থ। তাই, হে অসুররাজ, এমন কি আপনার মতো বীরেরাও যাঁর স্তব করেন, তাঁর কাছেই আপনি গমন করুন।

তাৎপর্য

আক্রমণকারী জড়বাদী যোদ্ধারা তাদের পরিকল্পনার দ্বারা অনর্থক জগতের শান্তি ব্যাহত করার জন্য, পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক বাস্তবিকই দণ্ডভোগ করে। তাই বরুণদেব হিরণ্যাক্ষকে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, তাঁর যুদ্ধ করার বাসনা যথাযথভাবে চরিতার্থ করার জন্য তিনি যেন বিষ্ণুর সঙ্গেই যুদ্ধ করেন।

শ্লোক ৩১

তং বীরমারাদভিপদ্য বিস্ময়ঃ
শয়িষ্যসে বীরশয়ে শ্বভির্বৃতঃ ।
যস্ত্বদ্বিধানামসতাং প্রশান্তয়ে
রূপাণি ধত্তে সদনুগ্রহেচ্ছয়া ॥ ৩১ ॥

তম্—তাঁকে; বীরম্—মহাবীর; আরাৎ—শীঘ্রই; অভিপদ্য—পৌঁছে; বিস্ময়ঃ—নষ্ট গর্ব; শয়িষ্যসে—আপনি শয়ন করবেন; বীরশয়ে—যুদ্ধক্ষেত্রে; শ্বভিঃ—কুকুরদের দ্বারা; বৃতঃ—পরিবৃত হয়ে; যঃ—যিনি; ত্বৎ-বিধানাম্—আপনার মতো; অসতাম্—দুষ্ট ব্যক্তিদের; প্রশান্তয়ে—বিনাশের জন্য; রূপাণি—রূপ সমূহ; ধত্তে—তিনি ধারণ করেন; সৎ—পুণ্যবানদের; অনুগ্রহ—তাঁর কৃপা প্রদর্শনের জন্য; ইচ্ছয়া—বাসনা সহকারে।

অনুবাদ

বরুণদেব বলতে লাগলেন—তাঁর কাছে পৌঁছালে আপনি অতি শীঘ্রই নষ্ট-গর্ব হয়ে কুকুরদের দ্বারা পরিবৃত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্রে চির নিদ্রায় শায়িত হবেন। আপনার মতো দুষ্ট ব্যক্তিদের বিনাশ করার জন্য এবং সাধুদের অনুগ্রহ করার জন্য তিনি বরাহ আদি বিবিধ রূপ ধারণ করেন।

তাৎপর্য

অসুরেরা জানে না যে, তাদের দেহ জড়া প্রকৃতির পঞ্চমহাভূতের দ্বারা গঠিত, এবং যখন তাদের মৃত্যু হয়, তখন তাদের সেই দেহ কুকুর এবং শকুনিদের লীলা-বিলাসের বস্তুতে পরিণত হয়। বরুণদেব হিরণ্যাক্ষকে উপদেশ দিয়েছিলেন বিষ্ণুর বরাহ অবতারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে, যাতে তার আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করার আকাঙ্ক্ষা চিরতরে তৃপ্ত হয় এবং তার শক্তিশালী দেহটির বিনাশ হয়।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের 'ব্রহ্মাণ্ডের সর্বদিকে হিরণ্যাক্ষের বিজয়' নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।